গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর
বিদুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
২৫, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
www.ocei.gov.bd

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন

১। ভূমিকাঃ

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর বিদ্যুৎ বিভাগের সংযুক্ত একটি সরকারি দপ্তর। ১৯১০ সালের ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্টের ৩৬ ধারা ও ১৯৩৭ সালের ইলেকট্রিসিটি রুলস এর বিধি ৪-১০ অনুসরণে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ এবং ব্যবহারের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক এর দপ্তরটি সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত দপ্তরের কার্যাবলী গুরুত্ব বিবেচনায় বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এর ৩১ ধারা অনুসরণে দপ্তরের নাম সংশোধন পূর্বক প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর নামকরণ করা হয়। ১৯৪৭ সালে চট্টগ্রামে দপ্তরটির কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৫২ সালে দপ্তরটি সচিবালয়ে স্থানান্তরিত হয়। প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ড বিধিমালা,২০২২ মোতাবেক বৈদ্যুতিক পেশায় নিয়োজিত কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি চিহ্নিতকরণের লক্ষে সরকার কর্তৃক এ দপ্তরের বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ড গঠন করা হয়। ২০১৭ সালে ৪৫ জন জনবলের কাঠামোসহ নিয়োগ বিধিমালা অনুমোদন করা হয় এবং ২০২১ সালে অতিরিক্ত সৃজনকৃত ৬৯ টি পদসহ মোট ১১৪ জন জনবলের কাঠামোসহ নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২ চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর সানুনয় অনুমোদনক্রমে প্রতীকী মূল্য ১০০১/- (এক হাজার এক) টাকার বিনিময়ে অবকাঠামোসহ ৪.৬২ কাঠা জমির দলিল সম্পাদনের পর ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দপ্তরটি ২৫ নিউ ইস্কাটনস্থ নিজস্ব ভবনে কার্যক্রম শুরু করে। ২০২১ সালে ৮ টি বিভাগীয় শহরে অফিস স্থাপনের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত হয় এবং ইতোমধ্যে এ দপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় অফিসের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

শিল্প, কল-কারখানাসহ সকল অতি উচ্চ, উচ্চ ও মধ্যম চাপের নতুন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনা পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমোদন প্রদান করা এ দপ্তরের অন্যতম কাজ। অপরদিকে বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ডের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করতঃ বৈদ্যুতিক কাজে পেশাজ্ঞান সম্পন্ন উপযুক্ত ঠিকাদার, প্রকৌশলী ও ইলেকট্রিশিয়ানগণকে চিহ্নিতপূর্বক তারেদকে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স, সুপারভাইজার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট ও কারিগরি পারমিট প্রদান করা হয়ে থাকে। পাশাপাশি এ দপ্তর পরিদর্শন ও লাইসেন্সিং কার্যক্রম সম্পন্ন করে সরকারের রাজস্ব (Non-tax Revenue) আদায় করে থাকে।

১.১। রূপকল্প

বিদ্যুৎ সঞ্চালণ, বিতরণ, সরবরাহ ও ব্যবহারের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনজীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

১.২। অভিলক্ষ্য

জন নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ৫০ কিঃ ওঃ বা তদুর্ধ্ব ক্ষমতা সম্পন্ন সকল উচ্চ ও মধ্যম চাপের নতুন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনা পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমোদন প্রদানের পাশাপাশি বৈদ্যুতিক কাজে পেশাজ্ঞান সম্পন্ন উপযুক্ত ঠিকাদার, প্রকৌশলী ও ইলেকট্রিশিয়ানগণকে চিহ্নিতপূর্বক তাঁদের অনুকুলে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স, সুপারভাইজারী সার্টিফিকেট ও কারিগরি পারমিট ইস্যুকরণ।

১.৩ । কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

(ক) নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশিচত করা।

(খ) দক্ষ কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন জনশক্তি চিহ্নিত করণ ও লাইসেন্স প্রদান।

(গ) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

২। দপ্তরের প্রধান কার্যাবলীঃ

ক) গ্রাহকের ৫০ কিলোওয়াট বা তদুর্দ্ধ বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মধ্যম, উচ্চ ও অতি উচ্চ চাপের নতুন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনাসমূহ পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে জানমালের নিরাপত্তা নিশিচত করতঃ উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন প্রদান করা এবং প্রতি ২ (দুই) বছর অন্তর অন্তর পরিদর্শনপূর্বক অনুমোদন নবায়ন করা;

খ) এ দপ্তরের অধীনে বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ডের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করতঃ বৈদ্যুতিক কাজে পেশাজ্ঞান সম্পন্ন উপযুক্ত ঠিকাদার, প্রকৌশলী ও ইলেকট্রিশিয়ানগণকে চিহ্নিতপূর্বক তাদেরকে যথাক্রমে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স, সুপারভাইজার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট ও কারিগরি পারমিট প্রদান করা হয়ে থাকে এবং উক্ত লাইসেন্সসমূহ প্রতিবছরে নবায়নপূর্বক তথ্যসমূহ সংরক্ষণ করা;

গ) বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এর ২৯ ধারা মোতাবেক বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনার বিষয়ে বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থার রিপোর্টের উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ঘ) গ্রাহকের ৫০ কিলোওয়াট বা তদুর্দ্ধ ক্ষমতার বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভবন নির্মাণের পূর্বে ভবনের অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং ডায়াগ্রামসহ সেফটি প্ল্যান পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক অনুমোদন প্রদান করা;

ঙ) বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র সরঞ্জামাদি (ট্রান্সফরমার, এইচটি সুইচগিয়ার, এলটি সুইচগিয়ার, পিএফআই প্ল্যান্ট) প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক অনুমোদন প্রদান করা;

চ) ট্রান্সফরমার তৈল পরীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক অনুমোদন প্রদান করা;

ছ) উল্লিখিত কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে সরকারের কর ব্যতিত রাজস্ব আয় করা।

৩। সাংগঠনিক কাঠামোঃ

১৯৪৭ সালে ১১ (এগার) টি পদ সৃজনের মাধ্যমে এ দপ্তরের কার্যক্রম শুরু হয়। এনাম কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ও অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় অত্র দপ্তরে ৮ জন কর্মকর্তা ও ২৫ জন কর্মচারী সহ মোট ৩৩ টি পদ রয়েছে। সেবারমান অধিকতর উন্নয়ন ও দ্রুততরকরণের লক্ষ্যে ও সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির স্বার্থে নতুন আরও ১২(বার) টি পদ মে, ২০১৪ ইং সালে চুড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া ২০২১ সালে নবসৃষ্ট ৬৯টি পদ সহ বর্তমানে অত্র দপ্তরে নতুন অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবল বৃদ্ধিপেয়ে দাঁড়িয়েছে মোট ১১৪ (একশত চৌদ্দ) জন। তন্মধ্যে ৫৪ জন কর্মকর্তা এবং ৬০ জন কর্মচারী অন্তর্ভূক্ত আছেন । আশা করা যায় নিয়োগ বিধিসহ পদসৃজনের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের মধ্যে ১১৪ জনবলের একটি শক্তিশালী আধুনিক অফিস স্থাপন করা সম্ভব হবে। অত্র দপ্তরের সংশোধিত জনবল কাঠামো সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে দেয়া হলোঃ

বেতন গ্রেড	কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা
গ্রেড ৩য় কর্মকর্তা	১ জন
গ্রেড ৫ম কর্মকর্তা	২ জন
গ্রেড ৬ষ্ঠ কর্মকর্তা	৯ জন
গ্রেড ৯ম কর্মকর্তা	১৫জন
গ্রেড ১০ম কর্মকর্তা	২৭ জন
গ্রেড ১২-১৬ কর্মচারী	৪৪ জন

গ্রেড ২০ কর্মচারী	১৬ জন
মোট	১১৪ জন

৪। বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ড

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ড বিধিমালা,২০২২ মোতাবেক নিম্নে বর্ণিত ১২ (বার) জন সদস্য নিয়ে বিদ্যুৎ লাইসেন্স বোর্ড গঠিত হয়।

বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ডের সদস্য পরিচিতিঃ

১।	আবুল খায়ের মোঃ আক্কাস আলী, প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক, প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক এর দপ্তর, ঢাকা।	চেয়ারম্যান
২।	জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম, উপসচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, ঢাকা।	সদস্য
৩।	জনাব রেহেনা আকতার, উপসচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, ঢাকা।	সদস্য
৪।	আশ্রাফুল হক, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ইএম এন্ড পি এন্ড ডি জোন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।	সদস্য
৫।	বিএ-৬১৮৩ লেঃ কর্ণেল এ এ এম শিহাব বিন মেহের, ইএমই পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস।	সদস্য
৬।	ইয়াসির আরাফাত, সহযোগী অধ্যাপক, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক্স কৌশল বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা।	সদস্য
৭।	জনাব দীনা রহমান, অতিরিক্ত প্রকৌশলী, কঞ্জুমার এ্যাফেয়ার্স, বিউবো, ঢাকা।	সদস্য
৮।	প্রকৌশলী মোঃ রমজান আলী, অধ্যক্ষ (অতিরিক্ত দায়িত্ব), টেকনিক্যাল ট্রেনিং কলেজ, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	সদস্য
৯।	জনাব মোঃ শফিকুর রহমান, পরিচালক (কারিগরি) এমপিএসএস পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা।	সদস্য
১০।	জনাব মোঃ সুলতান আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গ্রিড সার্কেল, ঢাকা (দক্ষিণ) পিজিসিবি, ঢাকা।	সদস্য
১১।	প্রকৌঃ মোঃ মোহাব্বত উল্লাহ, প্রাক্তন পরিচালক, এফবিসিসিআই, ঢাকা	সদস্য
১২।	প্রকৌঃ মোঃ আতোয়ার রহমান মোল্লা, সিনিয়র বিদ্যুৎ পরিদর্শক, প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর, ঢাকা।	সদস্য সচিব

৫। সেবাভিত্তিক সাফল্যঃ

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর কর্তৃক রেগুলেটরী কার্যক্রম সম্পন্ন করে গত ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০, ২০২০-২১, ও ২০২১-২২ অর্থবছরে সেবা প্রদানের অগ্রগতি নিম্নবর্ণিত ছকে দেখানো হলো:

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০১৭-১৮ অর্থবছর	২০১৮-১৯ অর্থবছর	২০১৯-২০ অর্থবছর	২০২০-২১ অর্থবছর	২০২১-২২ অর্থবছরর
১।	বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন জারি	৩৪৯৯	৩৫২৯	৩১৬৪	৩৩৪০	৩১৬৫
২।	বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স জারি	৭৯৮	৫০২	৮৮৩	৬২৮	১০০৪
৩।	বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার সার্টিফিকেট জারি	১২৬৫	৮২৩	১৮৪৮	১৪৩৯	২৩২৮
৪।	বৈদ্যুতিক কারিগরি পারমিট জারি	৭১১৬	১৪০৮৬	৮৫১১	৮৫২৬	১০০৩৭
৫।	বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স নবায়ন	৪২৮৯	৪৩১৩	৪৫০২	৫০৪১	৫৮৪৬
৬।	বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার সার্টিফিকেট নবায়ন	৫০৬৬	৫৩৩৪	৫৩১১	৬৫৯২	৭৬৮৮
৭।	বৈদ্যুতিক কারিগরি পারমিট নবায়ন	৪৩০২	৭০০৩	৭৮২০	১১৬৯১	১০১১৯

৬। আর্থিক সাফল্যঃ

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা প্রতিবছরই রাজস্ব (Non-tax Revenue) আয় করে আসছে। বিগত ৩ (তিন) বছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত রাজস্ব আয়ের বিবরণী নিচের ছকে দেয়া হলো।

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত রাজস্ব আয়	লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা অধিক আয়ের পরিমান
১।	২০১৭-১৮	১০,০০,০০০০.০০	১০,৬৯,০০,০০০.০০	(+)৬৯,০০,০০০.০০
২।	২০১৮-১৯	১০,৮৫,০০০০০.০০	১১,৪৫,৫৪,০০০.০০	(+) ৬০,৫৪,০০০.০০
৩।	২০১৯-২০	১১,০০,০০০০০.০০	১০,০৫,৩৩,০০০.০০	(−) ৯৪,৬৭,০০০.০০
৪।	২০২০-২১	১১,০০,০০০০০.০০	১১,১৬,৭০,০০০.০০	(+) ১৬,৭০,০০০.০০
৫।	২০২১-২২	১১,০০,০০০০.০০	১৩,০৬,১৬,০০০.০০	(+)২,০৬,১৬,০০০.০০

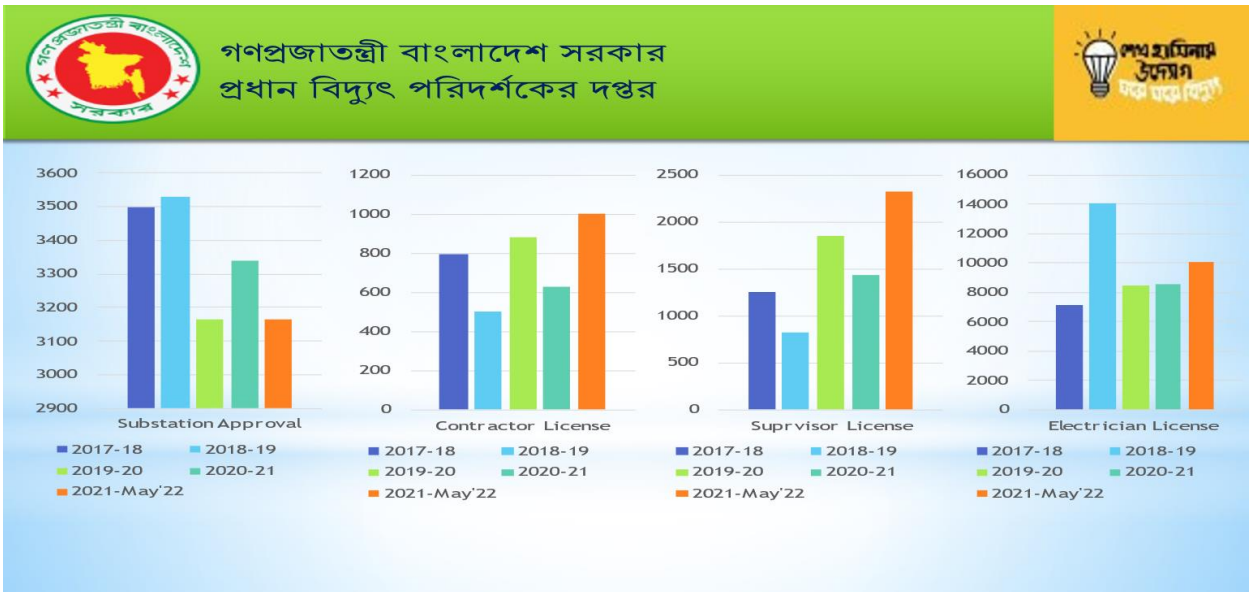

বিগত ৫(পাঁচ) বছরের অর্জন

বিগত ৫(পাঁচ) বছরের আয়-ব্যয় বিবরণী

৭। প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকদপ্তরের ডিজিটালাইজেশন:

২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক দপ্তরের সকল কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছে এর ফলে অনলাইন ও অফলাইন ডিজিটাল সিস্টেম ব্যবহার করে ন্যুনতম জনবলের মাধ্যমে এ দপ্তরের কাজ সমূহ দক্ষতার সাথে সম্পাদন, গ্রাহকদেরকে উত্তম সেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছে।

ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে নিম্নোক্ত সুফল পাওয়া যাচ্ছে:

- উপকেন্দ্র পরিদর্শন কার্যক্রম করার জন্য আধুনিক ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার এর মাধ্যমে অন লাইনে আবেদন গ্রহণ, পরিদর্শন রিপোর্ট এবং অনুমোদন প্রদান করা হচ্ছে;
- বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং এবং পরিদর্শন কার্যক্রম দ্রুত ও দক্ষতারর সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যার ডেভলপমেন্ট পরিচালনা করছে প্রতিষ্টানটি;
- লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রকৌশলী এবং ইলেকট্রিশিয়ানদের আধুনিক চিপ সম্বলিত স্মার্ট কার্ড দেয়া হচ্ছে;
- প্রতিষ্টানের পুরনো সব নথি বা ডকুমেন্ট ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে;
- লাইসেন্স নবায়ন কার্যক্রম অটোমেশনের ফলে গ্রাহক ঘরে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে লাইসেন্স নবায়ন করে হাতে পেয়ে যাচ্ছে;
- প্রশাসনিক পিএমআইএস এবং আর্থিক সবধরনের কার্যক্রমকে একটি সুরক্ষিত ডাটাবেসে সংরক্ষণ করা হচ্ছে;
- ডিজিটালাইজেশন বা ওয়েবভিত্তিক ডাটাবেস এর মাধ্যমে গ্রাহকদের দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার ফলে সরকারের নন-ট্যাক্স রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ইলেকট্রিশিয়ান অ্যাপস তৈরির ফলে জনগন অ্যাপস ব্যবহার করে নিকটস্থ ইলেকট্রিশিয়ান এর তাৎক্ষনিক সেবা পেয়ে থাকে।

৮। দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় এ দপ্তরের ভূমিকাঃ

আবাসিক, বাণিজ্যিক বা শিল্প কারখানায় বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য মধ্যম, উচ্চ ও অতি উচ্চ চাপের নতুন বৈদ্যুতিক স্থাপনায় ট্রান্সফরমার, এইচটি সুইচগিয়ার, এলটি সুইচগিয়ার, পি এফ আই প্লান্ট, আর্থিং ইত্যাদি সরেজমিনে পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উপকেন্দ্র চালূ করার অনুমোদন প্রদানের ফলে উপকেন্দ্র চালু করার ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনাসহ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। এছাড়াও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর কর্তৃক অনুমোদনকৃত প্রতিটি বৈদ্যুতিক স্থাপনা প্রতি দুই বছর অন্তর পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ফলে বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনার ঝুঁকি কমে যাওয়ায় জীবন ও সম্পদের ক্ষতির আশংকা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। ভবনের বৈদ্যুতিক অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম, সার্কিট ডায়াগ্রামসহ সেফটি প্লান এ দপ্তর কর্তৃক যথাযথ ভাবে যাচাই-বাছাই করে সেফটি প্লান অনুমোদন করার ফলে সমগ্র বাংলাদেশে একই স্ট্যান্ডার্স অনুসরণ করে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং সম্পন্ন করা হচ্ছে।

বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র সরঞ্জমাদি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত সরঞ্জামাদি পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক ট্রান্সফরমার প্রস্তুকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং ট্রান্সফরমার তৈল পরীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের তৈল পরীক্ষা করার মেশিনারির অনুমোদন প্রদান করার ফলে ট্রান্সফরমারের লস কম হচ্ছে, গ্রাহক উপকৃত হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা ও এর সুফল পাচ্ছে। যার ফলে বিদ্যুৎ বিভ্রাট অনেক কম হচ্ছে। বৈদ্যুতিক অনাকাংক্ষিত দূর্ঘটনার সরেজমিনে পরিদর্শনের ফলে দূর্ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটন, উহার প্রতিকার ও দূর্ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য সচেতনতা মূলক পরামর্শ বা মতামত প্রদান করা হয়ে থাকে। বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ড কর্তৃক সার্টিফাইড ইলেকট্রিশিয়ান, বৈদ্যুতিক কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেটধারী প্রকৌশলী, লাইসেন্সধারী বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক স্থাপনার কাজ ও রক্ষণাবেক্ষণের ফলে বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি পরিহার করা সম্ভব হচ্ছে।

এ ছাড়াও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর অন্যান্য সরকারি দপ্তরের সঙ্গে নিম্ন বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করে দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) আইন, ২০১৮ ও বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) মোতাবেক ৭ কার্য দিবসের মধ্যে উচ্চ চাপ গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমোদন প্রদান করা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুশাসনের প্রেক্ষিতে শিল্প কলকারখানা সমূহের অবকাঠামোগত এবং অগ্নি-দূর্ঘটনা ও অন্যান্য দূর্ঘটনা নিরোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর নেতৃত্বে সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থ ও সংগঠনের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশক্রমে সমন্বিত পরিদর্শন টিম গঠন করে। উক্ত পরিদর্শন টিমে এ দপ্তরের পরিদর্শন কর্মকর্তাগণ শিল্প কারখানা ও বনিজ্যিক ভবনসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক বিদ্যমান অবস্থা পর্যালোচনা এবং করণীয় নির্ধারনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি) এর সাথে বুয়েট ও এ দপ্তরের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক কলকারখানার ইলেকট্রিক্যাল সেফটি প্ল্যান অনুমোদন করা। বিএসটিআই এর বিভিন্ন বিভাগীয় কমিটিতে এ দপ্তরের বিদ্যুৎ পরিদর্শকগণ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির বিডিএস মান নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থার এবং বিভাগের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে অত্র দপ্তরের বিদ্যুৎ পরিদর্শকগণ অগ্নি প্রতিরোধ, অগ্নি নির্বাপন ও অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক বৈদ্যুতিক নিরাপত্তাসহ অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে আসছে।

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে সমগ্র বাংলাদেশে বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এর লক্ষ্য বাস্তবায়ন ও উক্ত আইনের আওতায় প্রণীত বিদ্যুৎ বিধিমালা, ২০২০ এর বিধিসমূহ এবং ১৯৬১ সালের প্রবিধানমালার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতঃ বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সেক্টরের রেগুলেটরি কার্যক্রম সম্পন্ন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

৯। সমস্যাঃ

১। জনবল সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় পরিদর্শন কাজে বিঘ্ন।

২। পরিদর্শন যানবাহন না থাকায় পরিদর্শন কাজে বিঘ্ন।

৩। সকল বিভাগীয় পর্যায়ে অফিস না থাকা।

১০। চ্যালেঞ্জঃ

১। এ দপ্তরকে শক্তিশালীকরণ প্রকল্প গ্রহণ ও জনবল বৃদ্ধি করা;

২। সকল বিভাগীয় শহরে এ দপ্তরের অফিস স্থাপন করা;

৩। অফিসিয়াল সমস্ত কার্যক্রম অনলাইন ভিত্তিক বাস্তবায়ন করা;

৪। পেপারলেস অফিস কার্যক্রম চলমান রাখা;

৫। প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক দপ্তরের অফিস এর ভবনটি বহুতল ভবনে রুপান্তর করা;

১১। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

২০২৫ সালের মধ্যে এ দপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ বিভাগীয় পর্যায়ে অফিস স্থাপন করা; এ দপ্তরের জনবল বৃদ্ধিকরণ; পরিদর্শন যানবাহন ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ; সমস্ত সেবা কার্যক্রম ডিজিটালাইজের মাধ্যমে দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া; বিদ্যুৎ খাতে দক্ষ জনশক্তি চিহ্নিত করে লাইসেন্স প্রদান; হাই ভোল্টেজ টেস্টিং ল্যাব স্থাপনসহ দপ্তরের সকল কার্যক্রম ডাটাবেইজে রুপান্তর করে স্থায়ীভাবে ডাটা/রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়েছে। রাজস্ব অর্জন ২৫ কোটিতে উন্নিত করা; প্রত্যেক ইলেকট্রিশিয়ান এবং বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রকৌশলীদের চিপ সম্বলিত স্মার্ট কার্ড লাইসেন্স প্রদান করা।

স্বাক্ষরিত-
০৪-১০-২০২২ খ্রি.
(আবুল খায়ের মোঃ আক্কাস আলী)
যুগ্মসচিব
প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক
ফোনঃ ৫৮৩১৫২১১
ই-মেইলঃ eadvisor@pd.gov.bd

উদ্ভাবনী ধারণা (আইএমএস সফটওয়্যার) বাস্তবায়ন কারায় বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান হতে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক জনাব আবুল খায়ের মোঃ আক্কাস আলী কর্তৃক পুরষ্কার গ্রহণ। স্থান: সচিবালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব মহোদয়ের অফিস কক্ষ। তারিখ: ২৭ জুন, ২০২১ খ্রি.

৩০ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রি. তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান কর্তৃক প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের মুজিব কর্ণার শুভ উদ্বোধন। স্থান: প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর, ২৫ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০

১ লা ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখে হেমায়েতপুর, সাভারে অবস্থিত ট্রান্সফরমার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান রিভেরিন পাওয়ার এন্ড জেনারেশন লিমিটেড পরিদর্শন

১ লা ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখে হেমায়েতপুর, সাভারে অবস্থিত ট্রান্সফরমার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান রিভেরিন পাওয়ার এন্ড জেনারেশন লিমিটেড পরিদর্শন করেন প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর

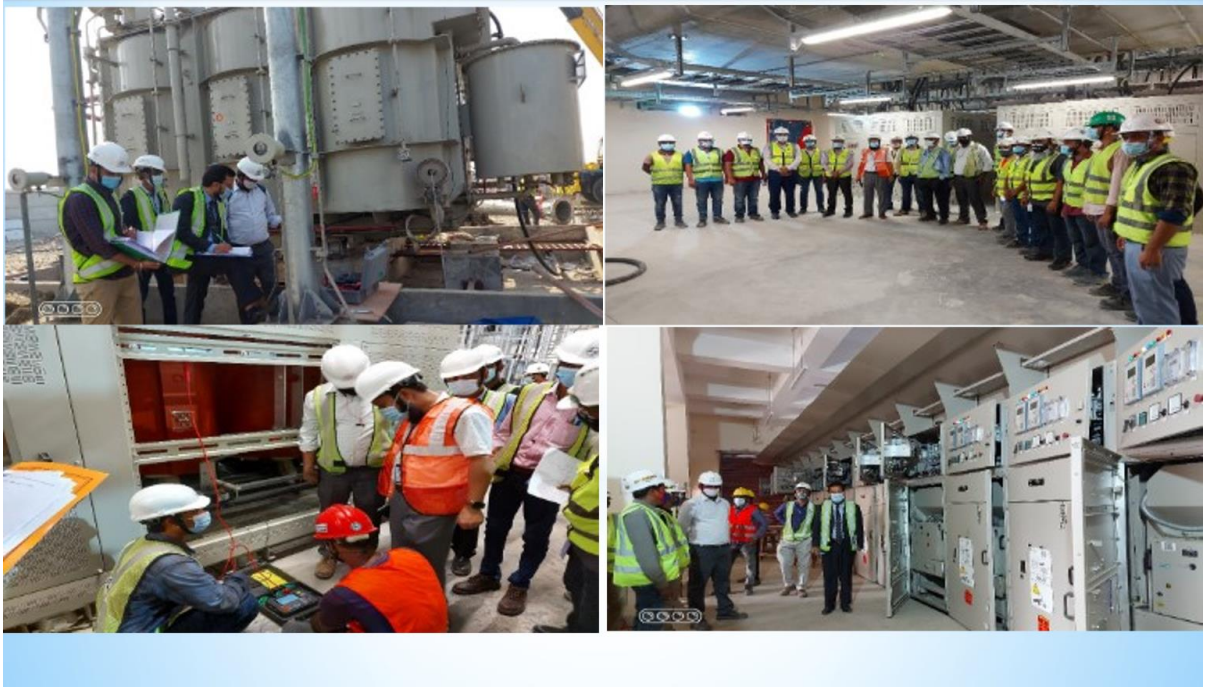

ঢাকা মেট্রোরেল প্রজেক্ট এর জন্য স্থাপিত বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র পরিদর্শন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর

২৪ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখে উলন ১৩২/৩৩/১১ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র, ওয়াপদা রোড, রামপুরা, ঢাকায় সংঘটিত বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার তদন্ত কার্যক্রম সম্পাদন করেন প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের বিদ্যুৎ পরিদর্শকগণ।

২৭ জানুয়ারি,২০২২ খ্রি. তারিখে শ্রীপুর, গাজীপুরে অবস্থিত ট্রান্সফরমার সরঞ্জামাদি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান পাওয়ারট্রাক ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড পরিদর্শন করেন প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক

৪ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ডে পরীক্ষা গ্রহণ কার্যক্রম